সংবাদ

তারিখ ... 5 APR 2017
পৃ ... কলাম ...

আয়-ব্যয়ের হিসাব নেই ৭০ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে

৯৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে হিসাব আছে ১৮টির

তহবিল তছরুপের কারণেই হিসাব জমা দেয়া হচ্ছে না ——— ইউজিসি

রাকিব উদ্দিন

বেশিরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব নেই। ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১৮টির আয়-ব্যয়ের হিসাব রয়েছে ইউজিসির কাছে। বাকি ৭৭টির মধ্যে ৭০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (৭টি নতুন) আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব নেই। প্রতিষ্ঠার প্রায় দুই যুগ অতিবাহিত হলেও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অডিট রিপোর্টই নেই। নতুন অনুমোদন পাওয়া ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় এখনও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি।

শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র অর্থ, প্রতিষ্ঠানের তহবিল, গাড়ি ও অবকাঠামো সুবিধা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তারা ইচ্ছেমতো ব্যক্তিগত চাহিদা মিটাচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা শিক্ষা ভাতা, কেনাকাটা, বোর্ড সভার সম্মানী ভাতা, শিক্ষা সফর, বিদেশে সভা-সেমিনারের আয়োজন ও অংশগ্রহণের নামে প্রতিষ্ঠানের তহবিল তছরুপ করছেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ অনুযায়ী, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আট ক্যাটাগরিতে মোট ১২ জন সিন্ডিকেট সদস্য থাকেন। সিন্ডিকেট সভায় উপস্থিত থাকার জন্য এর সদস্যরা জনপ্রতি প্রতি সভার সম্মানী ভাতার নামে পাঁচ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গত বছর ইউজিসি এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে হস্তান্তর করে। এতে সনদ বিক্রি, সিন্ডিকেটের নামে অর্থ আত্মসাৎ, গবেষণা খাতসহ ১৬ ধরনের আর্থিক দুর্নীতির তথ্য তুলে ধরা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কর্মকর্তারা জানায়, মূলত তহবিল তছরুপের কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা (অডিট) প্রতিবেদন ইজিসিতে জমা দেয়া হচ্ছে না। বর্তমানে দেশের ৯৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের

আয় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

আয় : ব্যয়ের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হালনাগাদ তথ্য রয়েছে। বাকি ৭৭টির মধ্যে ৭০টি প্রতিষ্ঠানের অডিট রিপোর্ট অনিয়মিত। আইন অনুযায়ী, প্রত্যেক আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব ইউজিসিতে জমা দেয়ার বিধান থাকলেও আইনের তোয়াক্কা করছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে ইউজিসি।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সূত্র জানায়, আইনের তোয়াক্কা না করে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা প্রতিষ্ঠানের তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ করছেন। প্রতিষ্ঠানের নামে ভুয়া কাগজপত্র ও স্বাক্ষর জাল করে সংরক্ষিত তহবিলের বিপরীতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিচ্ছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে ঋণ ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অডিট নেই : ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠার প্রায় ২৩ বছরেও চট্টগ্রামের ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ইউএসটিসি) ইউজিসির কাছে কোন অডিট রিপোর্ট জমা দেয়নি। সংস্থাটির কাছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষা করানোর কোন তথ্য নেই। প্রায় একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত (২৩ বছর আগে) মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি কর্তৃপক্ষও কোন অডিট রিপোর্ট দেয়নি ইউজিসিকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়োগকৃত সিএ ফার্মের মাধ্যমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাব নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এ কাজে আগ্রহ নেই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এ কাজে গরজ দেখায় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

আইন অনুযায়ী, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এজন্য ট্রাস্টি সদস্য বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন আর্থিক সুবিধা নিতে পারেন না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর ৪৫ ধারা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করানো আবশ্যক। এ প্রতিবেদন পরবর্তী আর্থিক বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়াও বাধ্যতামূলক।

এই ধারা লঙ্ঘন করলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিলেরও নির্দেশনা রয়েছে। একই আইনে ৭৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা দশ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

এছাড়াও আইনের ১৪, ২৫ ও ২৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানে অর্থ কমিটি গঠন ও পরিচালনা আবশ্যক। কিন্তু অর্থ কমিটি গঠন করলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ কমিটির কোন সভা করে না। অর্থ আত্মসাতের লক্ষ্যে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করে না। কিছু প্রতিষ্ঠানে নিজেদের পছন্দের লোকজনকে কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ দিয়ে তহবিল নয় ছয় করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

ইউজিসির সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত বছর দেশের ৮৫টি (বর্তমানে ৯৫টি) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয় ছিল প্রায় দুই হাজার ৭৯১ কোটি টাকা। এতে গড়ে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আয় হয় প্রায় ৩৩ কোটি টাকা। কিন্তু এ আয়ের তুলনায় গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যয়ও দেখিয়েছে প্রায় দুই হাজার ৫৩৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় আয়-ব্যয় সমান দেখিয়েছে, যা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, ১৯৯২ সালে দেশে প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)। এ প্রতিষ্ঠানেও দুই বছরের কোন অডিট রিপোর্ট নেই। এর আগে ২০০৭ সাল থেকে ২০১০ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করে সিএ ফার্ম আপত্তি জানালে ওই ফার্মের বিরুদ্ধে মামলা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এনএসইউর ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সালের অডিট রিপোর্ট নিয়েও আপত্তি ছিল।

অন্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি ও সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি ১৭ বছর, পুন্ডু ইউনিভার্সিটি ১৬ বছর, ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি ১১ বছর এবং রয়েল ইউনিভার্সিটি ১৩ বছর ধরে ইউজিসিকে কোন অডিট রিপোর্ট দেয়নি। ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরের অডিট রিপোর্ট নেই। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও ছয় বছরে কোন অডিট হয়নি। ১২ বছরের অডিট রিপোর্ট নেই আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের।

এভাবে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ১৩ বছর, এশিয়া প্যাসিফিক চার বছর ও গণ বিশ্ববিদ্যালয় ১২ বছর, দি পিপলস ইউনিভার্সিটি চার বছরের ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির গত বছরের অডিট রিপোর্ট নেই।

এছাড়া সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দশ বছরের, ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভের সাত বছর, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির দুই বছর, স্টেট ইউনিভার্সিটির নয় বছর, ইবাইস ইউনিভার্সিটির ছয় বছর, নর্দানের দশ বছর, সাউদার্নের এক বছর, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ছয় বছর, ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি) ও সিলেটের মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির চার বছর, সাউথ এশিয়ান ও প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির সাত বছর, ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সাইন্সেসের দুই বছর, অতীশ দীপংকর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির ছয় বছর, রয়েল ও ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটির দুই বছর, বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটির চার বছর, ফাস্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটির এক বছর, খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছর, ফেনী ইউনিভার্সিটির এক বছর, পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ও চিটাগং ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির চার বছর, নটরডেম ও গ্লোবাল এবং সিসিএন ইউনিভার্সিটির দুই বছরের অডিট রিপোর্ট নেই।

এদিকে তিন বছরের অডিট রিপোর্ট নেই টাইমস ইউনিভার্সিটি, ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল, রাজশাহী সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, জার্মান ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, লিডিং, নর্থ ইস্ট, সিটি ইউনিভার্সিটি এবং জেডএইচ সিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের।

গত বছরের অডিট রিপোর্ট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বা তৈরি করেনি-এমন বিশ্ববিদ্যালয় ১১টি। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- সাউথ ইস্ট, প্রিমিয়ার, শান্ত মারিয়াম, বাংলাদেশ ইসলামী, বরেন্দ্র, নর্থ ওয়েস্টার্ন, সোনারগাঁও, ব্রিটানিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস, আর্মি ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (কাদিরাবাদ) এবং আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (কুমিল্লা)।

১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীক্ষিত অডিট রিপোর্টের হালনাগাদ তথ্য রয়েছে। এগুলো হলো, আমেরিকা ইন্টারন্যাশনাল, ইস্ট-ওয়েস্ট, বিজিসি ট্রাষ্ট, গ্রীন ইউনিভার্সিটি, দি মিলেনিয়াম, ইষ্টার্ণ, উত্তরা, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশন্যাল, প্রাইম এশিয়া, ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস, ইস্ট ডেল্টা, হামর্দদ, ঈশাখাঁ, এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল, রণদা প্রসাদ সাহা এবং আর্মি ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (সৈয়দপুর)।